দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ MAY 6 1999
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

শিক্ষক সমিতির সম্মেলন

কাঙ্ক্ষিত দাবির বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে সুস্পষ্ট আশ্বাস না পেয়ে শিক্ষকদের বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোর্টার ॥ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষাঙ্গনের সকল অনিয়ম দূর করে শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে আরও যত্নবান হওয়ার জন্য শিক্ষক সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। বুধবার দুপুরে রাজধানীর মিরপুরে সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত শিক্ষক সমিতির অষ্টম সম্মেলনে তিনি প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রায় চার হাজার শিক্ষক তাঁদের কাঙ্ক্ষিত দাবি-দাওয়া সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে সুস্পষ্ট আশ্বাস না পেয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। তাঁদের মূল দাবি ছিল বেতনের এক শ' ভাগ সরকারী তহবিল থেকে দেয়ার ঘোষণা। বর্তমানে সরকার বেতনের ৮০ ভাগ প্রদান করছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে প্রধানমন্ত্রী চলে যাবার পর বিক্ষুব্ধ শিক্ষকরা ইনডোর স্টেডিয়ামের সামনের রাস্তা এক ঘণ্টা অবরোধ করে রাখেন। শিক্ষক সমিতির সভাপতি এবং শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে রাস্তায় মিছিল করেন। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে নিয়ে আসা ফেস্টুন রাস্তার মাঝখানে জমিয়ে আগুন ধরিয়ে দেন। পরে পুলিশ সতর্কতার সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বিক্ষুব্ধ শিক্ষকরা অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করে চলে গেলে সমিতির সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্বও প্রায় ভণ্ডুল হয়ে যায়।

বেলা ১১টায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ইনডোর স্টেডিয়ামে আবহমান বাংলার গীত ও নৃত্যের মধ্য দিয়ে চমৎকার পরিবেশে শুরু হয় শিক্ষক সমিতির সম্মেলনের প্রথম পর্ব। সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ কামরুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রথম অধিবেশনে আরও বক্তৃতা করেন শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক, যুব, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, স্থানীয় সংসদ সদস্য কামাল আহমেদ

(২- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির জাতীয় সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে কাঙ্ক্ষিত দাবি-দাওয়ার প্রতিফলন না থাকায় বিক্ষুব্ধ শিক্ষকরা মিরপুরে রাস্তা অবরোধ করে ফেস্টুন-ব্যানারে অগ্নিসংযোগ করেন। নিচে–বিক্ষোভ —জনকণ্ঠ

কাঙ্ক্ষিত দাবির (প্রথম পাতার পর)

মজুমদার এবং শিক্ষক নেত্রী হেমা দাস।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতায় বলেন, এরশাদ এবং খালেদা জিয়ার সরকারের সময় আপনাদের সকল আন্দোলনে আমি পাশে ছিলাম। যখনই ডেকেছেন আমি সাড়া দিয়েছি। আপনাদের সকল সমস্যা আমার জানা আছে। এ ব্যাপারে আমরা খুবই আন্তরিক। এর পর তিনি দেশের শিক্ষা বিস্তারে বঙ্গবন্ধু সরকারের গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে বলেন, '৭৫ পরবর্তী সরকারগুলোর অবহেলার কারণে স্বাধীনতার ২৮ বছরেও আমরা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারিনি। তিনি তাঁর সরকারের শিক্ষানীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থা উল্লেখ করে বলেন, ২০০৫ সাল নাগাদ আমরা এই দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করব। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নে বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষায় বাংলা, ইংরেজী ও বিজ্ঞান শিক্ষা চালু, মাদ্রাসা ছাত্রীদের উপবৃত্তি, শ্রেণীকক্ষ সুবিধা বৃদ্ধি, নানা উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। এক হাজার ৭৪১টি মাদ্রাসার উন্নয়ন বাবত ব্যয় হয়েছে দুই শ' কোটি টাকা। বর্তমান সরকার বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট চালু করেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আপনাদের সমস্যা আমি জানি। এক শ' টাকায় বাড়ি ভাড়া হয় না। আমাদের সাধ আছে সাধ্য নেই। একটা প্রলয়ঙ্করী বন্যার জের কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই শুরু হয়েছে খরা। তবুও আমরা চেষ্টা করছি শিক্ষকদের আরও সুযোগ-সুবিধা দেয়ার। তিনি বলেন, শিক্ষার মান নেমে যাচ্ছে। আপনারা যেমন আমার কাছে দাবি করেন আমিও আপনাদের কাছে দাবি জানাচ্ছি, শিক্ষার মান আরও বৃদ্ধি করেন। বর্তমানে সরকার শিক্ষকদের মূল বেতনের ৮০ ভাগ প্রদান করছে। যাঁরা শিক্ষকতার ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা দেখাতে পারবেন তাঁদেরকে এক শ' ভাগ দেয়া যায় কিনা ভেবে দেখা হবে।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা শেষ না হতেই স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে বসা শিক্ষকরা তাঁদের অসন্তোষ প্রকাশ করতে থাকেন। কেউ কেউ আসন ছেড়ে উঠে যান। কোন কোন স্থানে জটলা করে উচ্চস্বরে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শেষে শিক্ষক নেত্রী হেমা দাস ধন্যবাদ জানানোর জন্য দাঁড়ালে হৈ চৈ চরম আকার ধারণ করে। এ সময় হেমা দাস বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন, আপনাদের সৌজন্যমূলক মনোভাব দেখানো উচিত। বিশৃঙ্খলার মধ্যেই তাঁর বক্তব্য শেষ হয় এবং প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করেন। পরে শিক্ষকরা শিক্ষামন্ত্রী এবং সমিতির সভাপতি কামরুজ্জামানের বিরুদ্ধে নানা স্লোগান দিয়ে স্টেডিয়াম থেকে বের হয়ে আসেন। তাঁরা অনুষ্ঠানে আগত সকল গাড়ির গতিরোধ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। এ সময় গার্ড রেজিমেন্টের একজন মেজর শিক্ষকদের কাছে বিনীতভাবে বলেন, আমি আপনাদের শ্রদ্ধা করি। আমার বাবাও একজন শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষকরা তাঁর গাড়ি ছেড়ে দেন। এ সময় সংসদ সদস্য ফারুক খানের গাড়ি বের হতে চাইলে তাঁরা এর গতিরোধ করেন এবং বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। কেউ কেউ গাড়ির সামনে শুয়ে পড়েন। ফারুক খান তাঁদেরকে আশ্বাস দেন বিষয়টি নিয়ে তিনি মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করবেন। পরে তিনি স্টেডিয়ামের পিছনের দিক দিয়ে চলে যান। শিক্ষকরা মিছিল করতে করতে রাস্তায় চলে আসেন এবং সকল যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেন। বেলা একটা থেকে দুইটা পর্যন্ত প্রায় এক ঘণ্টা তারা রাস্তা অবরোধ করে রাখেন। এ সময় তাঁরা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে নিয়ে আসা ফেস্টুন রাস্তার ওপর জমা করে আগুন ধরিয়ে দেন। কয়েকজন বিক্ষোভকারী শিক্ষক জনকণ্ঠকে বলেন, তাঁদের এই কথা বলে আনা হয়েছিল যে প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে তাঁদের মূল বেতনের এক শ' ভাগ সরকার প্রদান করবে বলে ঘোষণা দেবেন। তাঁরা আরও প্রশ্ন তোলেন, বিশেষ যোগ্যতার মাপকাঠি কী এবং কারা এর বিচার করবে। পরে স্থানীয় সহকারী পুলিশ কমিশনার মাহবুবের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী সতর্কতার সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বেলা ২টায় রাস্তায় যানবাহন চলাচল শুরু হলে বিক্ষুব্ধ শিক্ষকরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাঁর যাঁর গন্তব্যে চলে যান।